শেখ মুজিবুর রহমান জীবনী **PDF**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবনী একটি রচনা:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

প্রস্তাবনা: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির পিতা, এক মহান নেতা ছিলেন। তাঁর নেতৃত্ব ও অবদানের জন্য আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশে বাস করছি। তিনি শুধু একজন রাজনীতিবিদই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি আন্দোলনের প্রতীক, যা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা ছিল।

প্রারম্ভিক জীবন: শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতার নাম সায়েরা খাতুন। তিনি খুব ছোটবেলা থেকেই সাহসী ও নেতৃত্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন। স্কুল জীবন থেকেই তিনি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন।

রাজনৈতিক জীবন: শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয়েছিল পাকিস্তান আমলে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে আওয়ামী মুসলিম লীগের (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তার নেতৃত্ব ছিল অতুলনীয়।

স্বাধীনতার ঘোষণা: ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তিনি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বাঙালিদের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তার সেই ভাষণ আজও সকল বাঙালির হৃদয়ে অনুরণিত হয়। তিনি বলেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।” এই ঘোষণাই বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা দেয়।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা: ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয় এবং ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বন্দী ছিলেন। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতেও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে তার নির্দেশনাগুলো অমূল্য প্রমাণিত হয়।

মৃত্যু ও উত্তরাধিকার: ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট, এক রক্তাক্ত অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য নিহত হন। এই বর্বর হত্যাকাণ্ড জাতিকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু তার আদর্শ ও শিক্ষা আজও জীবিত রয়েছে। তিনি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে।

উপসংহার: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম বাঙালি জাতির জন্য এক বিশাল অনুপ্রেরণা। তার সাহসিকতা, দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বের জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব। তার আদর্শকে সামনে রেখে আমরা একটি উন্নত, সমৃদ্ধ এবং সুশৃঙ্খল বাংলাদেশ গড়তে সচেষ্ট হব।